তারিখ 27 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

দৈনিক
আমাদের সময়

পাঠ্যপুস্তক উৎসবের বাকি মাত্র ৪ দিন

# চার বিষয়ের শিক্ষক নির্দেশিকা পুস্তক ছাপা হয়নি এখনো

এম এইচ রবিন ●

নতুন বছরের শুরুতেই নতুন বই পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। কিন্তু পাঠদানের জন্য শিক্ষকরা পাচ্ছেন না নির্দেশিকা পুস্তক। সারা দেশে পাঠ্যপুস্তক উৎসবের বাকি আর মাত্র চার দিন। এখনো ছাপানো হয়নি বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ের নির্দেশিকা।

সৃজনশীল পদ্ধতির জটিলতা নিরসনে সরকার শিক্ষকদের জন্য প্রথমবারের মতো টিচার্স কারিকুলাম গাইড (টিসিজি) নামে শিক্ষক নির্দেশিকা পুস্তক তৈরির উদ্যোগ নেয়। তবে এটি অনুসরণ করে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদান ও প্রশ্নপত্র তৈরির যে উদ্দেশ্য ছিল তা সম্ভব হচ্ছে না স্কুলের প্রথম দিনের ক্লাস থেকে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবহেলার কারণে সরকারের সিদ্ধান্ত কার্যকরে বিঘ্ন ঘটছে কিনা তা খতিয়ে দেখবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সূত্রমতে, ৩১ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৪

## চার বিষয়ের শিক্ষক নির্দেশিকা পুস্তক ছাপা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) গণভবনে পাঠ্যপুস্তক উৎসব উদ্বোধন করবেন। এদিন তিনি শিক্ষার্থীদের হাতে ২০১৭ সালের শিক্ষাবর্ষের নতুন পাঠ্যপুস্তক তুলে দেবেন। পরদিন সারা দেশে একযোগে উদযাপন করা হবে পাঠ্যপুস্তক উৎসব ২০১৭। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে রাজধানীর আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল মাঠে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করবেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। একই দিন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে পাঠ্যপুস্তক উৎসবে মহানগরীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করবেন বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক।

পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর এ বিশাল কর্মযজ্ঞের দায়িত্ব পালন করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা আমাদের সময়কে জানান, সরকার এ বছর সারা দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার ২৪৫টি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করবে। গতকাল পর্যন্ত সব বই বিভিন্ন উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে পৌঁছেছে। আগামী এক-দুই দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানরা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক পাঠ্যপুস্তক বুঝে নেবেন।

এনসিটিবির তথ্য অনুযায়ী, এবার গত বছরের তুলনায় ২ কোটি ৮৪ লাখ ১৯ হাজার ৪৭৩টি বেশি বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হবে। চলতি ২০১৬ সালে মোট ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭৭২টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ হয়। ২০১৭ সালের প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এসএসসি ভোকেশনাল, এবতেদায়ি, দাখিল ও দাখিল ভোকেশনাল এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ৪ কোটি ২৬ লাখ ৩৫ হাজার ৯২৯ জন শিক্ষার্থীর জন্য তৈরি করা হয়েছে ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার ২৪৫টি পাঠ্যপুস্তক।

প্রাথমিক স্তরের জন্য ৬০ লাখ ১ হাজার ২৪টি এবং মাধ্যমিক স্তরের জন্য ৪৬ লাখ ৬৬ হাজার ৬৬৪টি নির্দেশিকা পুস্তক শিক্ষকদের দেওয়ার কথা। মোট ৫৬টি বিষয়ের নির্দেশিকা ছাপানোর সিদ্ধান্ত হলেও ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ের নির্দেশিকা ছাপানো হয়নি। এসব পুস্তক ছাপানোর দায়িত্ব ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের (এসইএসআইপি) মাধ্যমে।

এ প্রসঙ্গে গতকাল রাতে এসইএসআইপির যুগ্ম পরিচালক মো. আবু সাঈদ শেখ বলেন, বইগুলো ছাপানোর জন্য দরপত্র আহ্বানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এসব বই পরে ছাপানো হলেও ক্লাসের সমস্যা হবে না। বইগুলো শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিন শিক্ষকদের হাতে পৌঁছনোর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতেন না, নতুন যোগদান করেছেন তিনি।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। সরকারিভাবে এত বই ছাপিয়ে বাঁধাই করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সব শিক্ষার্থীর হাতে বছরের প্রথম দিনে বিতরণের ইতিহাস বিশ্বের কোথাও নেই উল্লেখ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, সৃজনশীল না বোঝার কারণে সরকার টিচার্স কারিকুলাম গাইড তৈরির উদ্যোগ নেয়। শিক্ষকরা এটি অনুসরণ করে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদান ও প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন। এখনো এসব বই ছাপা না হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখবে মন্ত্রণালয়।